১৫.১২.২০২৩

আইটেম নং ১৯ এবং ২০

এন.বি

সিটি. নং ৫৫১

সঙ্গে **২০২৩ সালের FMAT (MV) ১০৩**

২০২৩ এর আইএ নং ক্যান ১

+

২০২৩ এর ক্যান ২ (পাওয়া যায়নি)

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

সুমিত্রা মান্ডি (বিধবা) ও অন্যরা

সঙ্গে

২০২৩ সালের কট ১৭

সুমিত্রা মান্ডি (বিধবা) ও অন্যরা

বনাম

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

শ্রী সঞ্জয় পল,

শ্রীমতি জয়তা ঘোষ,

... আপিলকারীর জন্য।

শ্রী শুভঙ্কর মন্ডল,

... উত্তরদাতার জন্য।

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যা ২০২১ সালের মোটর দুর্ঘটনার দাবি মামলা নং ১১১-এ বিজ্ঞ বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, ফাস্ট ট্র্যাক দ্বিতীয় আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বারা পাস করা হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে বর্তমান আপীলকারী দাবিদার হিসাবে মোটর যান আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীনে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এই ভিত্তিতে যে তাদের পূর্বসূরি বীমা কোম্পানির নীতির অধীনে যথাযথভাবে বীমাকৃত আপত্তিকর গাড়ির বেপরোয়া এবং অবহেলার কারণে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। দাবি মামলা বীমা কোম্পানি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়।

পক্ষগুলিকে প্রধান করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ার পর, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দাবিদারের পক্ষে বার্ষিক 4% সুদের সাথে ৬১,০৪,২৫৭/- টাকা প্রদান করেছে।

একই আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, বীমা কোম্পানি তাত্ক্ষণিক আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

দাবিদার তাত্ক্ষণিক আপিলের বিরুদ্ধে একটি বিরোধ আপিলও দায়ের করেন। পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, এই আপীলকারী আদালতের সিদ্ধান্তে শুধুমাত্র একক পয়েন্ট জড়িত।

এটি আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে পে স্লিপের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় ৬৪,৭৮০/- টাকা গণনা করা হয়েছিল। নিহত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নির্দিষ্ট বেতন স্লিপ জারি করা হয়েছে। বেতন স্লিপ থেকে, এটি প্রকাশ করে যে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর, ২০২০ মাসের জন্য কোনও কর উপাদান উল্লেখ করা হয়নি। তবে, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে মৃতের আয় আয়কর স্ল্যাবের অধীনে আসে এবং আয় হল করযোগ্য আয়। সুতরাং, এই মামলার ন্যায্য এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের গণনার উদ্দেশ্যে করের উপাদানটি মৃত ব্যক্তির আয় থেকে কেটে নেওয়ার জন্য দায়ী।

বিজ্ঞ আইনজীবী উত্তরদাতার পক্ষে হাজির হয়ে কর উপাদান প্রতি কর্তন সংক্রান্ত দৃঢ় আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এই ক্ষেত্রে ন্যায্য এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় কর উপাদান কর্তন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন বছরের জন্য আয়করের স্ল্যাব অনুযায়ী কর গণনা করা হোক। দেখা যাচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৬৪,৭৮০/- টাকা X ১২ = ৭,৭৭,৩৬০/- টাকা হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। অধ্যায় ৬ক এর অধীনে এবং পেশাদার ট্যাক্সের প্রতি কর্তন সহ কিছু ছাড় থাকা উচিত। অতএব, মৃত ব্যক্তির মোট কর ত্রাণ হবে ১,৫০,০০০/- টাকা + ৫২,৪৪০/-- = ২,০২,৪০০। সুতরাং, মৃত ব্যক্তির করযোগ্য আয় ৭,৭৭,৩৬০ টাকা-২,২,৪০০/-টাকা= ৫,৭৪,৯৬০/- টাকা। স্ল্যাব অনুযায়ী ২,৫০,০০০/- টাকা অকরযোগ্য। ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে ৫,০০০০০/-টাকা, ট্যাক্স হবে ৫% (অর্থাৎ ১২,৫০০ টাকা) এবং ৫,০০০০০/- টাকা থেকে ১০,০০০০০/-টাকা, ট্যাক্স স্ল্যাব হল ২০% (অর্থাৎ ১৪,৯৯২ টাকা)। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তির মোট আয়কর আসে ১২৫০০ + ১৪,৯৯২ = ২৭,৪৯২/- টাকা। পেশাদার কর যোগ করা হবে যেহেতু এটি ইতিমধ্যে কাটা হয়েছিল। তদনুসারে, মৃত ব্যক্তির মোট ট্যাক্স উপাদান আসে ২৯,৮৯২/- টাকা।

বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৭,৭৭,৩৬০/-টাকা হিসাবে গণনা করেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, প্রকৃত বার্ষিক আয় কম করে ট্যাক্স উপাদান হবে ৭,৪৭,৪৬৮/- টাকা।

উত্তরদাতা/দাবীকারীর জন্য বিজ্ঞ উকিল দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এই মামলায় ৪% সুদ প্রদান করেছে। সুদের অংশ খুবই নগণ্য। তাই অন্তত ৬% সুদ দেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে প্রণয় শেঠিতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে, ৭০,০০০/- টাকার সাধারণ ক্ষতির সাথে প্রতি তিন বছর পর পর ১০% যোগ করতে হবে। মৃত ব্যক্তি ২০২০ সালে মারা গেছেন, তাই, দাবিকারীরা সাধারণ ক্ষতির ৭০,০০০/- টাকার ১০% বেশি পাওয়ার অধিকারী।

পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল বিবেচনায় এবং আয়কর স্ল্যাব বিবেচনা করে, এটা প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

১. বার্ষিক আয় ৭,৪৭,৪৬৮/- টাকা

২. কম ১ / ৪ম কর্তন করা

ব্যক্তিগত এক্সপেরিমেন্ট

৩. ১৫% ভবিষ্যত সম্ভাবনা যোগ করুন

৪. গুণক ৯

৫. সাধারণ মৃত্যুর মোট ক্ষতিপূরণ যোগ করুন

৭,৪৭,৪৬৮/- টাকা

১,৮৬,৮৬৭/- টাকা

৫,৬০,৬০১/- টাকা

৮৪,০৯০/- টাকা

৬,৪৪,৬৯১/- টাকা

৫৮,০২,২১৯ টাকা

৭৭,০০০/- টাকা

Rs.৫৮,৭৯,২১৯/-

মোট ক্ষতিপূরণ আসে ৫৮,৭৯,২১৯/-টাকা। বীমা কোম্পানীকে এই আদেশ পাশ হওয়ার তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতার অফিসের মাধ্যমে দাবি মামলা দায়েরের তারিখের জন্য বার্ষিক ৬% সহ আদেশের অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আমানতের উপর, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতার কার্যালয় দাবীদারদের নামে সমান চারটি অ্যাকাউন্ট পে চেকের মাধ্যমে দাবীদারদের অনুকূলে অর্থ বিতরণ করবে, আমানত কোর্ট ফি পরিশোধের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে।

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দ্বারা এই ধরনের আমানত করার পরে, বীমা কোম্পানি ইতিমধ্যেই সংবিধিবদ্ধ জমাকৃত ২৫,০০০/- টাকা রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতার অফিস থেকে অর্জিত সুদের সাথে পাওয়ার স্বাধীনতায় রয়েছে।

তদনুসারে, ২০২৩ এর কট ১৭ সহ ২০২৩ সালের এফএমএটি (এমভি) ১০৩ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।